কভিড-১৯ বিশেষ সংখ্যা

বিসিক বার্তা

বিশেষ সংখ্যা ▪ ১৬ ভাদ্র ১৪২৭ ▪ ৩১ আগস্ট ২০২০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিসিক পরিবারের কৃতজ্ঞতা

করোনা ভাইরাসের (কভিড-১৯) কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবেলায় ৫টি প্রণোদনা প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজ-২ এর আওতায় ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক। গত ১০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে বিসিকের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ ঘোষণায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র, ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ লাভবান হবেন বলে বিসিক মনে করে। সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে সার্বিক সহযোগিতা করতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মুখ্য পোষক হিসেবে বিসিক বদ্ধপরিকর। ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ এর উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো : শিল্পোদ্যোগের ধরণ অনুযায়ী কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্পখাতের জন্য বরাদ্দ (টাকায়) ৭০% (১৪,০০০ কোটি) এবং মাঝারি শিল্প খাতের জন্য ৩০% (৬,০০০ কোটি); অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী উৎপাদন উপখাতের জন্য ৫০% (১০,০০০ কোটি), সেবা উপখাতের জন্য ৩০% (৬,০০০ কোটি) এবং ব্যবসা উপখাতের জন্য ২০% (৪,০০০ কোটি); গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ ১৫%; নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ ৫%; প্যাকেজের মেয়াদ হবে ৩ বছর; কোন একক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এক বছর এ প্যাকেজের আওতায় সরকার হতে ভর্তুকি প্রাপ্য হবেন।

★

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) : বৈশ্বিক মহামারি ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) বর্তমান বিশ্বে এক চরম আতংকের নাম। মধ্য চীনের উহান শহর থেকে উৎপত্তি হয়ে এটি আজ পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতিদিন মারা যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। ৩১শে ডিসেম্বর উহান শহরে নিউমোনিয়ার মত একটি রোগ ছড়াতে দেখে প্রথম চীনের কর্তৃপক্ষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সতর্ক করে। এরপর ১১ জানুয়ারি প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। ঠিক কিভাবে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ শুরু হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সম্ভবত কোনও প্রাণী এর উৎস ছিল। প্রাণী থেকেই প্রথমে ভাইরাসটি কোনো মানুষের দেহে ঢুকেছে, তারপর মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়েছে। ২০২০ সালের ১১ মার্চ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা রোগটিকে একটি বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে স্বীকৃতিদান করে। ওয়ার্ল্ড মিটারের ২০২০ সালের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ২১৩ টি দেশ ও অধীন অঞ্চলে ২ কোটি ৫৪ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০১ জন লোক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে এবং ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ২৩ হাজার ২৮৯ জন রোগী সুস্থ হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তি কাশি বা হাঁচি দেয়ার ফলে বাতাসে নিক্ষিপ্ত বহু লক্ষ অতি ক্ষুদ্র শ্লেষ্মাকণা বাতাসে ভাসতে শুরু করলে নিকটবর্তী অপর কোনও ব্যক্তি সেই ভাইরাসযুক্ত বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে তার দেহেও ভাইরাসটি সংক্রমিত হয়ে থাকে। সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণেও খুবই স্বল্প পরিমাণ ভাইরাস কণা বাতাসে ভাসতে পারে। এছাড়া ভাইরাস কণা টেবিলে বা অন্য কোনও পৃষ্ঠে হাঁচি-কাশির মাধ্যমে কিংবা ভাইরাসযুক্ত হাত দিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে পৃষ্ঠের উপাদানভেদে কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন লেগে থাকতে পারে, সেই পৃষ্ঠ আরেকজন ব্যক্তি স্পর্শ করে তারপরে নাকে, মুখে বা চোখে হাত দিলে ঐ ব্যক্তির শ্লেষ্মাঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভাইরাস দেহে প্রবেশ করতে পারে। যখন কোনও রোগীর দেহে ব্যাধিটির লক্ষণ-উপসর্গ প্রকাশ করা শুরু করে, তখনই এটি সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হয়ে থাকে, তবে লক্ষণ-উপসর্গ দেখা দেয়ার আগেও ব্যাধিটির সংক্রমণ হওয়া সম্ভব। ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হওয়ার সময় থেকে লক্ষণ-উপসর্গ প্রকাশ পাবার গড় সময় সাধারণত পাঁচ দিন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুই থেকে ১৪ দিন বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।

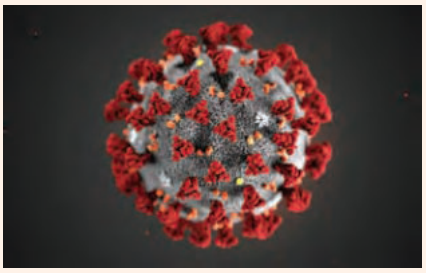

ব্যাধিটির সাধারণ লক্ষণ-উপসর্গগুলি হল জ্বর, কাশি ও শ্বাসকষ্ট। ব্যাধিটি জটিল রূপ ধারণ করলে প্রথমে ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) হতে পারে এবং আরও গুরুতর রূপ ধারণ করলে তীব্র শ্বাসকষ্টমূলক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, যাতে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই ব্যাধির জন্য কোনও প্রতিষেধক টিকা কিংবা বিশেষভাবে কার্যকর কোনও ভাইরাস নিরোধক ঔষধ এখন পর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নি। এই ব্যাধির চিকিৎসাতে মূলত উপসর্গসমূহের উপশম করা হয় এবং সহায়ক চিকিৎসা প্রদান করা হয়, যাতে রোগী নিজে থেকেই ধীরে ধীরে সেরে উঠতে পারে। ব্যাধিটি প্রতিরোধের জন্য অন্য ব্যক্তিদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখা, হাঁচি-কাশি দেবার সময় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মুখ ঢাকা, হাত ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করা, পর্যবেক্ষণে রাখা এবং সম্ভাব্য সংক্রমিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আত্ম- পৃথকীকরণ (সঙ্গনিরোধ) করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

এই বৈশ্বিক মহামারির কারণে সারাবিশ্বের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। অনেক দেশে দ্রব্যের (যেমন খাদ্য বা ঔষধ) যোগানের স্বল্পতার ব্যাপারে ব্যাপক ভীতি থেকে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের কেনাকাটার হিড়িক লেগেছিল।

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস বৈশ্বিক মহামারিটির প্রথম সংক্রমণ ঘটে ৮ মার্চ ২০২০। ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য বুলেটিন অনুয়ায়ী দেশে সর্বমোট আক্রান্ত পাওয়া গেছে ১৩ লাখ ১২ হাজার ৯৯৬ জন, মোট সুস্থ হয়েছেন ২ লক্ষ ০৪ হাজার ৮৮৭ জন, মোট মৃত্যু ৪,২৮১ জন। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার গত ২৬ মার্চ থেকে সকল সরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেন। দফায় দফায় এ ছুটি বাড়িয়ে ৩০ মে পর্যন্ত করা হয়েছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, সংবাদপত্রসহ জরুরি পরিষেবা এই সাধারণ ছুটির বাহিরে রাখা হয়েছিল। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতাবৃদ্ধি, আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টিন এবং আইসোলেশনে রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও করোনা প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে সরকার।

সম্পাদকীয়

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিসিকের অগ্রযাত্রা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) দেশের শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক্‌নির্দেশনায় লবণ ও চামড়া শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে আসছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে শিল্পায়নের জন্য প্রতিটি জেলায় বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং দেশব্যাপী ৭৬টি বিসিক শিল্পনগরী রয়েছে। দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহে পণ্য উৎপাদন, মাঠে লবণ চাষ ও লবণ মিলগুলোতে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন এবং ট্যানারিসমূহে চামড়া প্রক্রিয়াজাত অব্যাহত রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিসিক। বিসিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন অবস্থায়ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে করোনা মোকাবিলার যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন বিসিক কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পমালিকদের সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে ০৩ মাসের জন্য স্থগিত করা হয় সকল ধরণের সার্ভিস চার্জ ও বিসিকের নিজস্ব তহবিল ঋণের কিস্তি আদায়। প্রণয়ন করা হয় বিসিক শিল্পনগরী ও লবণ মিলের জন্য অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল। বিসিকের প্রতিটি কার্যালয়ে স্থাপিত হয় হেল্পডেস্ক। স্বাস্থ্য-বিধি অনুসরণপূর্বক বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রতিটি পর্যায়ে গঠন করা হয় মনিটরিং কমিটি। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয় নিরবচ্ছিন্ন পণ্য সরবরাহ ও অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা। করোনার প্রভাবে যেখানে দেশের বেশিরভাগ শিল্প কারখানাই বন্ধ সেখানে বিসিকের সার্বিক সহায়তায় বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহে নিয়মিতভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, করোনা প্রতিরোধকমূলক পণ্য এবং জীবনরক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। লবণের মূল্য স্থিতিশীল রেখে ভোক্তা পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের লক্ষ্যে লবণ মাঠে লবণ চাষ এবং লবণ মিলগুলোতে আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ উৎপাদনেও সার্বিক সহায়তা করছে বিসিক। যার ফলে ভোক্তারা পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে সহজেই পাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য। বিসিক শিল্পনগরীতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সার্বিক সহায়তা প্রদান করায় বিসিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষভাবে প্রশংসা করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। করোনাকালে বিসিকের কার্যক্রম বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রচার করছে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলো।

শিল্পোদ্যোক্তাদের সহায়তায় বিসিক সর্বদায় নিবেদিত। করোনা মহামারিতে শিল্পখাতের ক্ষতি লাঘবে বিসিকের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম দৃশ্যমান। শিল্পখাতের অংশীজনদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপন, শিল্পখাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তি সহজিকরণ বিষয়ে সুপারিশ, ঋণ প্রাপ্তিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানের জন্য সিড মানির প্রস্তাব, জেলা পর্যায়ে জেলা শিল্প ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রস্তাবসহ নিয়মিতভাবে অনলাইন সভা এবং রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সহায়তামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিসিক। নিজ দপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনকেও সহায়তা করে যাচ্ছে সমান তালে। জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে বিসিক। বস্তুতপক্ষে দেশের এবং মানুষের প্রয়োজনেই শিল্প, আর এই শিল্পের প্রয়োজনেই বিসিক। করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিসিকের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদন অব্যাহত থাকায় বিসিক পরিবারের প্রশংসা করলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্য, পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিকেল অক্সিজেন, জীবাণুনাশক এবং সাবান তৈরির কাঁচামালসহ জীবনরক্ষাকারী ঔষধ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সার্বিক সহযোগিতা করায় বিসিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশংসা করলেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। গত ২৩ এপ্রিল ২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা বাস্তবায়নে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত সভায় তিনি এই প্রশংসামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী আরো বলেন যে, জাতীয় স্বার্থে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে হবে। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পমালিকদের যেকোনো সমস্যা সমাধানে দ্রুত উদ্যোগ নিতে বিসিককে নির্দেশ প্রদান করেন মাননীয় শিল্পমন্ত্রী। দিক্‌নির্দেশনামূলক সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিমসহ শিল্পমন্ত্রণালয় এবং বিসিক এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

করোনা পরিস্থিতিতে বিসিকের কুইক রেসপন্স টিম গঠন

করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর জরুরি প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করার জন্য ২৩ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে কুইক রেসপন্স টিম গঠন করেছে বিসিক। বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি কুইক রেসপন্স টিমের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করছেন।

উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আছেন ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম, পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি); জনাব স্বপন কুমার ঘোষ, পরিচালক (অর্থ); জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন, পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প); জনাব মুহাম্মদ আতাউর রহমান ছিদ্দিকী, পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন); বিসিক সচিব প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও কুইক রেসপন্স টিমের টিম লিডারের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব অখিল রঞ্জন তরফদার, মহাব্যবস্থাপক (বিপণন)। গত ২৭ মে ২০২০ এক অফিস আদেশে এ কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে বিসিক। অফিস আদেশে আরও বলা হয় কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যগণ নিজ নিজ দায়িত্বের পাশাপাশি বিসিকের জরুরি প্রয়োজনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করবেন। উক্ত কার্যাদি সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত হবেন না। বিসিক সচিব কুইক রেসপন্স টিমের সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

বিসিক শিল্পনগরী এবং লবণ মিলসমূহের জন্য অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল প্রণয়ন

করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিট এবং লবণ মিলসমূহের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিসিক শিল্পনগরী এবং লবণ মিলসমূহে অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল প্রণয়ন করেছে বিসিক। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকলসমূহের মাধ্যমে বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিট এবং লবণমিলের মালিক, ম্যানেজার, শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত সহজ এবং বোধগম্য বাংলা ভাষায় স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়িয়ে কাজ করার নির্দেশনা রয়েছে। ছয়টি বিষয়ে বিভক্ত এ প্রটোকলসমূহের মাধ্যমে কারখানায় প্রবেশ এবং কারখানা থেকে বাহির হওয়ার নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে মাস্ক পরিধান করে চলাফেরা করতে বলা হয়েছে। কর্মীদের সেন্ডেল/জুতা জীবাণুমুক্ত রাখতে স্যানিটাইজার/হ্যান্ডওয়াশের ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে। লোডিং-আনলোডিং এবং দৈনিকভিত্তিক শ্রমিকদের অন্যান্য কর্মীদের নিকট

হতে আলাদা রাখা এবং ঝুঁকিপূর্ণ ও সংক্রমিত এলাকা থেকে আগত ব্যক্তি ও যানবাহন জীবাণুমুক্ত করে প্রবেশ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা কিভাবে করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। কারখানার প্রবেশপথ, অফিস রুম, মিটিং রুম, বারান্দা, সিড়ি, লিফট, গোডাউন, লোডিং-আনলোডিং স্থান, যানবাহনসহ কারখানার যে জায়গাগুলো বেশি স্পর্শ করা হয় যেমন : দরজা-জানালার হাতল, হ্যান্ডরেইল, সকল যন্ত্রপাতি/মেশিনারিজ, ক্যান্টিনের টেবিল-চেয়ার এবং টয়লেট ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত করার পদ্ধতি এতে খুব সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবাণুমুক্তকরণের কাজে নিয়োজিতদের যথাযথভাবে ব্যাক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি (পিপিই), মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস পরিধান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পিপিই, মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোভস ব্যবহারের পর তা যথাযথভাবে বিনষ্ট হয়েছে কিনা এবং পিপিই সরঞ্জামাদি, সাবান, টয়লেট পেপার, জীবাণুনাশক যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কারখানা খোলা ও বন্ধ এবং সর্বক্ষেত্রে ন্যূনতম শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে। বিভাগ বা শাখা অনুযায়ী কাজের সময় ভিন্ন, এক সেকশনের কর্মীকে অন্য সেকশনে বদলি পরিহারসহ সুযোগ থাকলে কারখানা এলাকার ভিতরেই জনবলের আবাসন ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকরা স্বাস্থ্য বিধি মেনে কাজ করছে কিনা তা নিয়মিত মনিটরিং, দৃশ্যমান একাধিক স্থানে ছবিসহ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নির্দেশনা ঝুলিয়ে রাখা, অসুস্থ ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আইসোলেশনে রেখে জরুরিভিত্তিতে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা, কোন কর্মীর মধ্যে করোনার উপসর্গ দেখা দিলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, কোন কর্মীর মধ্যে করোনা সংক্রমিত হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ অন্যদেরকে করোনা টেস্ট এবং কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল

কোন শ্রমিকের করোনা উপসর্গ দেখা দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে না এবং সবেতনে ছুটি দেয়ার বিষয়টি কারখানা মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আশ্বস্ত করবে। নিয়মিতভাবে শ্রমিক/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি পরিশোধ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে গুরুতর কারণ ব্যতিত কোন শ্রমিক/কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। অবশ্যই করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো নিয়মিত অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। করোনাকালীন কারখানাসমূহ নিয়মিত উপরোক্ত গাইডলাইন মেনে চলছে কিনা তা মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে মনিটরিং টিম গঠনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকলসমূহ প্রতিপালনের জন্য বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরী এবং ৮টি লবণ জোনে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোক্তাদের সহায়তায় বিসিকের হেল্প ডেস্ক

শিল্প উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রণোদনা প্রাপ্তি, শিল্প ইউনিটে উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ পালনসহ সার্বিক বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য বিসিকের প্রতিটি জেলা কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক চালু করা হয়েছে। বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি মহোদয়ের স্বাক্ষরিত পত্রে বিসিকের প্রতিটি কার্যালয়ে হেল্প ডেস্ক চালু করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

বিসিকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়সহ ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন মোট ৬৪ টি জেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে এই হেল্প ডেস্ক গঠিত হয়েছে। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পখাত সম্পর্কিত প্যাকেজ ১ ও ২ এর আওতায় যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যা স্বল্প সুদে ঋণ হিসেবে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ শিল্পখাতে বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। বিসিকের হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাসমূহ এবং ঋণ প্রাপ্তির পদ্ধতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হচ্ছে। এছাড়া শিল্প ইউনিটে উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত এবং স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ পালনসহ সার্বিক বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সহায়তা দেয়া হচ্ছে বিসিক হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে।

কভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও বিসিক শিল্পনগরীসমূহে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে

দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক ১৯৬০ সালে অবকাঠামোগত সুবিধাদি যেমন-বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট ইত্যাদি সম্বলিত উন্নত শিল্প প্লট বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য শিল্পনগরী স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের মাধ্যমে দেশে দ্রুত কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ঘটে। শিল্পের বিকাশের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে সৃষ্টি হয় কর্মসংস্থান। দেশে অনুকরণযোগ্য বেশকিছু শিল্পোদ্যোক্তা (স্কয়ার, প্রাণ, আরএফএল, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারি, নিট/তৈরি পোশাক শিল্প, ন্যাশনাল ফ্যান ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি) বিসিক শিল্পনগরী হতেই সৃষ্টি।

কভিড-১৯ এর প্রভাবে যেখানে দেশের বেশিরভাগ শিল্প কারখানাই বন্ধ সেখানে বিসিকের সার্বিক সহযোগিতায় ৭৬ টি শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহ চালু রয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীর ২৩৮৪ টি শিল্প ইউনিট নিয়মিতভাবে তাদের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পইউনিটসমূহে নিয়মিত তৈরি হচ্ছে করোনা প্রতিরোধকমূলক পণ্যসমূহ : পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, মেডিক্যাল অক্সিজেন, সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার, জীবাণুনাশক ফ্লোর ক্লিনার ইত্যাদি। নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যসমূহ : চাল, আটা, ময়দা, ডাল, সরিষার তৈল, লবণ, রুটি, কেক, পাউরুটি, বিস্কুট, চানাচুর, চিড়া, মুড়ি, সুজি, সেমাই, বরফ, মিনারেল ওয়াটার ইত্যাদি। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যসমূহ : গো-খাদ্য, পোল্ট্রি ফিডস, ফিস ফিডস, ফিসিং নেট, সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ, কীটনাশক এবং দস্তা সার ইত্যাদি। নিত্য প্রয়োজনীয়

পণ্যের পাশাপাশি রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে সরবরাহের লক্ষ্যে খাদ্য ও খাদ্যজাত, বস্ত্র ও বস্ত্রজাত, প্রকৌশল, কেমিক্যাল, ফার্মাসিউটিক্যালস, চামড়া ও চামড়াজাত, প্লাস্টিকজাত, প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স, পাট ও পাটজাত, গ্যাস ও সিরামিকস, বনজ খাতের পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত রয়েছে।

দেশে করোনা ভাইরাসের (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মো: মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার আলোকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে বিসিকের শিল্পনগরীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে শিল্প কারখানাসমূহের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে নির্দেশনা প্রদান করেন। বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পমালিকদের সমস্যা বিবেচনায় নিয়ে তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয় সকল ধরণের সার্ভিস চার্জ আদায়। প্রণয়ন করা হয় বিসিক শিল্পনগরীতে অনুসরণীয় স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রটোকল। স্থাপিত হয় হেল্পডেস্ক। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটের উৎপাদন অব্যাহত রাখতে প্রতিটি পর্যায়ে গঠন করা হয় মনিটরিং কমিটি। এছাড়াও বিসিক শিল্পনগরীর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে চিকিৎসা প্রদানের জন্য সকল হাসপাতালগুলোকে অনুরোধ করা হয়। বিসিক কর্তৃপক্ষের এই দূরদর্শীতার ফলে এখন পর্যন্ত বিসিক শিল্পনগরীতে কর্মরত প্রায় ২.৭০ লক্ষ কর্মীর মধ্যে কোন কর্মীর করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। বিসিকের সার্বিক সহায়তায় শিল্পনগরীর কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে ভোক্তাদের নিকট সহজলভ্য হচ্ছে। ভবিষ্যতেও বিসিকের সার্বিক সহায়তায় শিল্পনগরীর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

শিল্পনগরীতে উৎপাদন সংক্রান্ত সংবাদ

বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ :

নারায়ণগঞ্জ বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরীর মেসার্স টেক্সাল্ট অ্যাপারেলস দৈনিক গড়ে ৮০০ পিস ও মেসার্স মুন্সি ফ্যাশন দৈনিক গড়ে ৫০০ পিস পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুইপমেন্টস (পিপিই) উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পিপিইগুলো ধৌত ও পরিষ্কার করলে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী হয়। এছাড়া ফকির অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং মেসার্স জে এস কটন দৈনিক গড়ে ৯০০ পিস পিপিই উৎপাদন করে বিভিন্ন পর্যায়ে সরবরাহ করেছে।

বিসিক হোসিয়ারি শিল্পনগরীতে উৎপাদিত হচ্ছে পিপিই

বিসিক শিল্পনগরী, বগুড়া :

দেশের বৃহত্তম কৃষি যন্ত্রাংশ উৎপাদন কেন্দ্র বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর বগুড়া শিল্পনগরীতে কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। হাওড় অঞ্চলসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় বোরো মৌসুমের ধান দ্রুত সংগ্রহ ও কৃষকদের কৃষি যন্ত্রাংশের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এ শিল্পনগরীর উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে।

বগুড়া বিসিক শিল্পনগরীতে বিভিন্ন ধরনের ৪৫টি হালকা প্রকৌশল শিল্পকারখানা রয়েছে। করোনার প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে বিসিকের সার্বিক সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে বর্তমানে গড়ে দৈনিক ১ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি উৎপাদিত হচ্ছে। এসকল খুচরা যন্ত্রাংশ সমগ্র দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত, নেপাল, ভুটানে রপ্তানি হয়ে থাকে।

দেশের কৃষি যন্ত্রাংশের মোট চাহিদার প্রায় ৭০ শতাংশ পূরণ করে থাকে বগুড়া বিসিক শিল্পনগরী। কৃষিসহ বিভিন্ন খাতের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও কারখানাগুলোতে প্রতিদিন কৃষি যন্ত্রাংশ যেমন- সেন্ট্রিফিউগাল পাম্প, পিস্টন, টিউবওয়েল, সিএনজি অটোরিক্সা ও জুটমিলের খুচরা যন্ত্রাংশ, মোটর সাইকেলের ব্রেক ড্রাম, নাট, বল্টুসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল যন্ত্রাংশ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। বগুড়া বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিবছর ভ্যাট-ট্যাক্স বাবদ ১৬৩ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করে থাকে এবং শিল্পনগরীতে প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারাদেশ হালকা প্রকৌশল যন্ত্রাংশের চাহিদার কথা বিবেচনা করে ১৯৬৪ সালে ১৪ দশমিক ৬০ একর জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু করে বগুড়া বিসিক শিল্পনগরী। স্থানীয় শিল্পোদ্যোক্তাগণের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৮০ সালে আরো ১৮ দশমিক ৬৭ একর জমিতে সম্প্রসারণ করে বর্তমানে ৩৩ দশমিক ১৭ একর ভূমির ওপর এ শিল্পনগরীর উৎপাদন কার্যক্রম চলছে। বগুড়া বিসিক শিল্পনগরীর শিল্পমালিক ও স্থানীয় উদ্যোক্তাগণের চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো একটি ৩০০ একর আয়তনের বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়েছে বিসিক কর্তৃপক্ষ। প্রস্তাবিত শিল্পনগরীটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সরকারের প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা বাৎসরিক রাজস্ব আয় হবে।

কৃষি যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে বগুড়া বিসিক শিল্পনগরীতে

বিসিক শিল্পনগরী চট্টগ্রাম (কালুরঘাট) :

বিসিক চট্টগ্রাম (কালুরঘাট) শিল্পনগরীর তাজ সায়েন্টিফিক লিমিটেড দৈনিক ২ হাজার পিস মাস্ক উৎপাদন করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে সরবরাহ করছে। এছাড়া কারখানাটি বিভিন্ন মেডিক্যাল সরঞ্জামাদিও উৎপাদন করছে। শিল্পনগরীর কুকার ল্যাবরেটোরিজ লিমিটেড দৈনিক ২০০ লিটার হ্যান্ড ওয়াশ ও ১০০ বোতল গ্লাস ও ফ্লোর ক্লিনার উৎপাদন করছে। এছাড়া হাসপাতাল ও ক্লিনিকের যন্ত্রপাতি এবং ফ্লোর জীবাণুমুক্ত করার জীবাণুনাশকও উৎপাদন করছে কুকার ল্যাবরেটরিজ।

বিসিক শিল্পনগরী, চট্টগ্রামের (কালুরঘাট) উৎপাদিত জীবাণুনাশক, গ্লাস ও ফ্লোর ক্লিনার

বিসিক শিল্পনগরী, টাঙ্গাইল :

কভিড-১৯ আক্রান্তদের জরুরি চিকিৎসায় ব্যবহৃত মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন করছে টাঙ্গাইলের বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) শিল্পনগরীর মেসার্স বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

টাঙ্গাইলের তারটিয়ায় অবস্থিত এ শিল্প প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদনকারী চারটি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় জরুরি প্রয়োজনে অক্সিজেন সরবরাহ করতে ঔষধ প্রশাসনের নির্দেশনা অনুসারে প্রতিষ্ঠানটি অক্সিজেন উৎপাদন করছে।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিদিন ৭০০ ঘনফুট অক্সিজেন উৎপাদন করছে। বিদ্যমান মজুতকৃত অক্সিজেনের সাহায্যে ৫০০ থেকে ৭০০ সিলিন্ডারে দিনে প্রায় তিন হাজার ঘনফুট অক্সিজেন সরবরাহ করতে সক্ষম বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস লিমিটেড। অক্সিজেন ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্য নাইট্রাস অক্সাইড ও অ্যাসিটিলিন উৎপাদন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটি ৪০ লাখ ঘনমিটার।

মেডিকেল অক্সিজেন উৎপাদন অব্যাহত আছে টাঙ্গাইল বিসিক শিল্পনগরীতে

বিসিক শিল্পনগরী, পাবনা :

করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও জীবনরক্ষাকারী ওষধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যসহ অন্যান্য উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর পাবনা শিল্পনগরীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ। করোনা প্রতিরোধমূলক সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এসকল কারখানা চালু রয়েছে যা এ শিল্পনগরীর কর্মকর্তাগণ নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

পাবনা বিসিক শিল্প নগরীরতে ছোট-বড় ২০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় জীবনরক্ষাকারী ওষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের পাঁচটি ইউনিট পাবনা বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত। ইউনিটগুলো হলো: স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস (প্রা.) লি: (কেমিক্যাল ডিভিশন), স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লি: (আয়ুর্বেদিক ডিভিশন), স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লি: (এগ্রোভেট ডিভিশন), স্কয়ার হারবাল অ্যান্ড নিউট্রাসিউটিক্যালস লি. এবং স্কয়ার ফার্মা প্যাকেজেস (প্রা.) লি:। দেশীয় বাজারে ঔষধ সরবরাহ করা ছাড়াও স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহে বছরে পায় ৫০ কোটি টাকার ঔষধ রপ্তানি করে থাকে ।

এ শিল্পনগরীতে বর্তমানে উৎপাদনরত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে ১২০টি খাদ্য ও সহজাত (পশুখাদ্য) পণ্য যেমন : চাল, ডাল, সরিষার তেল, আটা-ময়দা, সুজি, সেমাই, পশুখাদ্য, ভূষি, খৈল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ১৪টি হালকা প্রকৌশল যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ৪টি সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ৪টি রাসায়নিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, ২টি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বেশ কিছু শিল্পপ্রতিষ্ঠান। বিসিক শিল্পনগরী পাবনাতে দৈনিক প্রায় ৫০০ টন চাল, ৩৫০-৪০০ টন বিভিন্ন ধরনের ডাল এবং ৭-৮ টন সরিষার তেল উৎপাদিত হয় যা উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া পাবনা বিসিক শিল্পনগরীতে সরকার পরিচালিত একটি হাঁস-মুরগির খামার (হ্যাচারি) রয়েছে। হ্যাচারিটি থেকে বছরে বাচ্চা ফুটানোর জন্য প্রায় ৩ লাখ ডিম ও প্রায় ৩ লাখ ১ দিনের মুরগির বাচ্চা স্থানীয় মুরগীর খামারগুলোতে সরবরাহ করা হয় যা স্থানীয় আমিষের চাহিদা পূরণে মূল্যবান ভূমিকা রাখছে।

শিল্পনগরীর উৎপাদনরত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকগণ মাস্ক ব্যবহার করে ও প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে কাজ করছে। এছাড়া অফিসে বা কারখানায় প্রবেশের পূর্বে সকলে সাবান বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাতকে জীবাণুমুক্ত করেছেন। পাবনা বিসিক শিল্পনগরীর পক্ষ হতে এ সকল কার্যক্রম সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। এ শিল্পনগরীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে । ১৯৬২ সালে ১১০ দশমিক ৫৩ একর জায়গা নিয়ে যাত্রা শুরু এই শিল্পনগরীর। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে আরো ১৫ একর জমিতে এ শিল্পনগরী সম্প্রসারণ করা হয়।

বিসিক শিল্পনগরীর স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের পাঁচটি ইউনিটে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঔষধ উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে

বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী :

জীবাণুনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছে রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী। দেশে করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বিসিক শিল্পনগরীগুলোতে জীবাণুনাশক হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ বিভিন্ন ধরনের অতি প্রয়োজনীয় ঔষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীতে দৈনিক ১ হাজার ২০০ লিটার হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন অব্যহত রয়েছে। শিল্পনগরীতে অবস্থিত ঔষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'টিম ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড' প্রতিদিন ১০০ মিলি আকারের ১২ হতে ১৫ হাজার বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন করছে। উৎপাদিত এ হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও সরবরাহ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি জীবনরক্ষাকারী বিভিন্ন প্রকারের ১০ হাজার প্যাকেট ওষুধ উৎপাদন করছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকা ।

এছাড়া, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে শিল্পনগরীর আরও ৩টি প্রতিষ্ঠান 'অশোকা ল্যাবরেটরি', 'হকস্ ফার্মা' এবং 'শাহী ল্যাবরেটরি' সুনামের সাথে ইউনানি / আয়ুর্বেদিক ঔষুধ উৎপাদন করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠান তিনটিতে সাধারণ জ্বর, সর্দি, হাঁপানিসহ জটিল ও কঠিন রোগের ঔষুধ উৎপাদন কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিল্পনগরীতে উৎপাদনরত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৬টি খাদ্য ও খাদ্য সহায়ক উৎপাদনকারী কারখানা রয়েছে। এগুলোতে নিয়মিত চাল, ডাল, আটা, ময়দা, সুজি, সেমাই, চানাচুর, বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, সরিষার

তেল, আইসক্রিম, বিশুদ্ধ খাবার পানি, গুঁড়া মরিচ, গুঁড়া হলুদ ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। এর মধ্যে 'নোভা এশিয়া এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদিত খাদ্যপণ্যের শতভাগ আমেরিকা ও কানাডায় রপ্তানি করছে ।

শিল্পনগরীর কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সামাজিক দূরুত্ব বজায় রেখে শ্রমিকরা পণ্য উৎপাদন করছেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে কারখানাগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের নির্দেশনায় কারখানাগুলোতে পণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও সরবরাহ চেইন অব্যাহত রাখতে বিসিকের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

১৯৬২ সালে প্রায় ৯৭ একর জমির উপর রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয়। এতে ৩২৫টি শিল্প প্লটের মধ্যে ২০৪টি শিল্প ইউনিট সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এ শিল্পনগরীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহীতে হ্যান্ড স্যানিটাইজার উৎপাদন চলছে

বিসিক শিল্পনগরীসমূহে দৈনিক ১ হাজার ৯শত মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে

করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যেই বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)-এর আওতাধীন শিল্পনগরীসমূহের চাল উৎপাদনকারী কারখানাগুলোতে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এসব শিল্পনগরীতে দৈনিক গড়ে ১ হাজার ৯ শত মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে। সারাদেশে বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীর মধ্যে ১৩টি শিল্পনগরীতে চাল উৎপাদিত হচ্ছে। করোনা সংকটকালে দেশের অভ্যন্তরীণ চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিল্পনগরীগুলোতে চাল উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিসিক শিল্পনগরী পাবনায় দৈনিক ৬০০ মেট্রিক টন, রাজশাহীতে দৈনিক ৫৫০, দিনাজপুরে ৪০০, নওগাঁতে ১২০, খুলনাতে ১০৩, কুড়িগ্রামে ২৭, কক্সবাজারে ২৫, জামালপুরে ২৩ , গাইবান্ধায় ২০, শেরপুরে ১৮, রাজবাড়ীতে ৯, গোপালগঞ্জে ৩ এবং বাগেরহাটে ২ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে।

পাবনা বিসিক শিল্পনগরীতে ৩৯টি রাইস মিল রয়েছে। মিলগুলোতে দৈনিক ৬০০ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হচ্ছে , যার বাজার মূল্য দুই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা। পাবনা বিসিকের এ আর স্পেশালাইজড অটো রাইস মিলস দেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চালকল। এ চালকলসহ পাবনা শিল্পনগরীর রাইস মিলসমূহে উৎপাদিত চাল রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা বিভাগসহ সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

বিসিক শিল্পনগরী, খুলনায় টানেল ভিটামিন চাল, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের ফুড ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রাম (এফএফপি) ও সরকারের ত্রাণের চালসহ উন্নতমানের চাল উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। ছয়টি প্রয়োজনীয় পুষ্টিউপাদান যেমন : ভিটামিন এ, বি১, বি৯, বি১২, আয়রন ও জিংক মিশ্রিত ১ শতাংশ টানেল ভিটামিন চাল ও ৯৯ শতাংশ সাধারণ চালের মিশ্রণ খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। খুলনা শিল্পনগরীতে উৎপাদিত চাল খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোরসহ ৩০টি জেলায় সরবরাহ করা হয় । বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত চালকলগুলো থেকে সরকারও চাল ক্রয় করে থাকে। নির্ধারিত মূল্যে নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরী থেকে সরকার চাল সংগ্রহ করে থাকে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে চালকলগুলোর মালিকপক্ষের সঙ্গে সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখাসহ জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা জোরদারে বিসিক শিল্পনগরীর এসব কারখানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিসিক শিল্পনগরী, খুলনায় উন্নতমানের চাল উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে

পাবনা বিসিকের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির চালকল

সাবানের কাঁচামাল উৎপাদন অব্যাহত বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জে

করোনা প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির মধ্যে সাবান তৈরির প্রধান কাঁচামাল সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর সিরাজগঞ্জ শিল্পনগরীতে। করোনা হতে সুরক্ষা পেতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাবানের উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বিসিক কারখানাটি চালু রেখেছে। সারাদেশে ১০-১১টি প্রতিষ্ঠান সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করে থাকে। এগুলোর মধ্যে উত্তরবঙ্গে একমাত্র বিসিক শিল্পনগরী, সিরাজগঞ্জে অবস্থিত মেসার্স জেবুন্নিসা কেমিক্যালস লি: সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করে। দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে কারখানাটি চালু রেখে বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সৈয়দপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ইত্যাদি জেলার সাবান তৈরির কারখানাগুলোতে সোডিয়াম সিলিকেট সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৮ মার্চ হতে এ যাবৎ প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন

সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করেছে জেবুন্নিসা কেমিক্যালস, যার মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা।

বর্তমানে জেবুন্নিসা কেমিক্যালস দৈনিক ১৫ মেট্রিক টন সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করছে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পূর্বে কারখানাটি প্রতিদিন প্রায় ৩০ মেট্রিক টন সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করতো। বর্তমানে করোনাসংক্রান্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে কারখানাটিতে ৩৬ জন শ্রমিক-কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করছেন। স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করে কারখানাটি চালু রাখা হয়েছে। কারখানাটি বছরে প্রায় ১৭ কোটি টাকা মূল্যের সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন করে থাকে।

সাবান তৈরির প্রধান কাঁচামাল সোডিয়াম সিলিকেট উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে বিসিক সিরাজগঞ্জ শিল্পনগরীতে

চিড়া-মুড়ি উৎপাদন করছে ময়মনসিংহ ও নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরী

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর ময়মনসিংহ ও নওগাঁ শিল্পনগরীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ চিড়া-মুড়িসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। ভোক্তাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে এসকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখা হয়েছে।

ময়মনসিংহ ও নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরীর মোট ১১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে দৈনিক ৯০ মেট্রিক টনের অধিক চিড়া ও মুড়ি উৎপাদন করছে যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ৯২ হাজার টাকা। ময়মনসিংহ ও নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরীতে উৎপাদিত চিড়া ও মুড়ি বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও উত্তরাঞ্চলসহ সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

বিসিক শিল্পনগরী, ময়মনসিংহে মোট ৭২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে ৭টি কারখানায় বর্তমানে দৈনিক ৮৬ মেট্রিক টন মুড়ি ও চিড়া উৎপাদিত হচ্ছে। চিড়া-মুড়ি ছাড়া ময়মনসিংহ বিসিক শিল্পনগরীতে জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, বিস্কুট, কেক, রুটি, সরিষার তেল, মশার কয়েল, বালাইনাশক, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে।

এগুলোর মধ্যে ৪টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে দৈনিক সাড়ে চার মেট্রিক টন চিড়া ও মুড়ি উৎপাদন করছে। এছাড়াও এ শিল্পনগরীতে চাল, ডাল, সরিষার তেল, খৈল, পশুর ঔষধ ও খাদ্য, পাউরুটি, বিস্কুট, কেক, ডাল ও ভূষি, টিউবওয়েল-হেডসহ অন্যান্য হালকা প্রকৌশল যন্ত্রপাতি উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরীর কারখানাগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের বিষয়টি বিসিকের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করার পাশাপাশি কারখানা চালু রাখতে মালিকদের সার্বিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নওগাঁ বিসিক শিল্পনগরীতে মোট ১ হাজার ৭০২ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

বিসিক ময়মনসিংহ ও নওগাঁ শিল্পনগরীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ চিড়া-মুড়ি উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে

করোনার প্রভাবে শিল্পখাতের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করল বিসিক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান। একই সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহ, লবণ চাষী এবং লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলসমূহ, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ, হালকা প্রকৌশল শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ, প্লাস্টিক শিল্পখাতসহ বিসিক আয়োজিত মেলায় অংশগ্রহনকারী কুটির ও মাইক্রো শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করল বিসিক। সংশ্লিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তা ও শিল্প সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনার মাধ্যমে এ সকল খাতের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয় যা সময়ের সাথে সাথে প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহের ক্ষয়ক্ষতি :

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহের ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ, পণ্য উৎপাদন ও বিক্রি, শিল্প ইউনিট পরিচালনা, জনবলের বেতন ভাতাদি, ব্যাংক সুদ, ইউটিলিটি বিল এবং অন্যান্য ক্ষতিসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। করোনা প্রাদুর্ভাবকালীন ২৩৮৪ টি শিল্প ইউনিট উৎপাদনরত ছিল। বর্তমানে ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৪৭৭৩টি শিল্প ইউনিটে উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কর্মরত লোকসংখ্যা প্রায় ৮.৫০ লক্ষ। কভিড-১৯ এর প্রভাবে উদ্যোক্তাদের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার ৮শত ৩৯ কোটি টাকা।

বিসিক মেলা আয়োজন/অংশগ্রহণ বিষয়ে মাইক্রো ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষয়ক্ষতি :

কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প খাতের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশে এবং বিদেশে বিপণনের লক্ষ্যে বিসিক নিয়মিতভাবে মেলার আয়োজন ও মেলায় অংশগ্রহণ করে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ বিসিক থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য শুধুমাত্র মেলার মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। এসব উদ্যোক্তাদের কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা গড়ে ১০ জনের অধিক নয়। করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রতিরোধ এবং এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে বিসিক মেলা আয়োজন ও মেলায় অংশগ্রহণ করতে না পারলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উদ্যোক্তাগণ আনুমানিক ৩ হাজার ২৮ কোটি টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হবে এবং ২৬ হাজার ৮৫০ জন শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে।

চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প খাতের ক্ষয়ক্ষতি :

চামড়া শিল্পনগরীতে অবস্থিত ১৫৪ টি ট্যানারিতে কম বেশি ২৫ হাজার জনবল কর্মরত রয়েছে। এছাড়াও কমার্শিয়াল এক্সপোর্টার্সগণও ভাড়া বা চুক্তির ভিত্তিতে ট্যানারিতে উৎপাদন করে থাকে। বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য মতে করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবজনিত কারণে চামড়া শিল্পনগরীতে অবস্থিত কারখানাসমূহের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪শত ৫০ কোটি টাকা।

প্লাস্টিক শিল্প খাতে ক্ষয়ক্ষতি :

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত সময়কাল ২ মাস বিবেচনায় নিয়ে প্লাস্টিক সেক্টরের ৫১০০ টি শিল্প কারখানার ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলারের অর্ডার বাতিল হয়েছে। এ খাতের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি প্রায় ৬০ মিলিয়ন ডলার।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের ক্ষয়ক্ষতি :

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির তথ্যমতে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং খাতের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রতি মাসে প্রায় পাঁচশত কোটি টাকা। একদিকে উৎপাদন বন্ধ, আয়ের পথ রুদ্ধ। অপরদিকে ব্যাংক ঋণের সুদ, শ্রমিক কর্মচারীর বেতন ও মাসিক ভাড়া ইত্যাদির ব্যয় চলমান। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে এ খাতে ন্যূনতম ক্ষতির পরিমাণ দাড়াচ্ছে প্রায় ৫০০ (পাচঁশত) কোটি টাকা।

লবণ শিল্প সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি :

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত সময়কালে লবণ শিল্পের ক্ষয়ক্ষতি মূলত দুইটি পর্যায়ে হয়েছে। লবণ চাষী এবং লবণ মিল মালিকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এ শিল্প খাতের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়েছে। করোনার প্রকোপের মাঝেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে লবণ মাঠে উৎপাদন অব্যাহত রয়েছে। করোনা প্রভাবের কারণে চাষীরা উৎপাদন খরচের চেয়ে কমে লবণ বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। ব্যাকওয়ার্ড ও ফরোয়ার্ড লিংকেজ মিলিয়ে লবণ চাষীদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। অপরদিকে লবণ মিলসমূহ এই মহামারিতে বড় ধরণের আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। করোনা প্রভাবের কারণে ক্রুড লবণ পরিবহণ, মিলে ভোজ্য ও শিল্প লবণ উৎপাদন এবং সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিবহণ ব্যয় এবং শ্রমিকদের অধিক ভাতা প্রদান করতে হয় ফলে লবণের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। উৎপাদন খরচ বাড়লেও বাজার স্থিতিশীল রাখতে আগের মূল্যেই বিক্রি করতে হয় ফলে প্রত্যেক লবণ মিলই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। মিলের ধরন অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ খাতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৯৬.৪ কোটি টাকা।

কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে শিল্পখাতসমূহে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

ক্র. নং	শিল্পখাতসমূহ		ক্ষতির পরিমাণ (কোটি টাকা)
০১	বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহ		৪৮৩৯.০০
০২	বিসিক মেলায় অংশগ্রহণকারী মাইক্রো ও কুটির শিল্পখাত		৩০.২৮
০৩	চামড়া শিল্পনগরীর ১৩০টি শিল্প ইউনিট		৪.৫০
০৪	সিইটিপি সংক্রান্ত		২.৭৬
০৫	প্লাস্টিক শিল্পখাত		৫.০৪
০৬	হালকা প্রকৌশল শিল্পখাত		৫০০.০০
০৭	লবণ শিল্পখাত	লবণ চাষী পর্যায়ে	৫০০.০০
		লবণ মিল পর্যায়ে	৯৬.৪০
	সম্ভাব্য মোট ক্ষতির পরিমাণ (লক্ষ টাকা) =		৬৯২২.৪৪

বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহের সার্ভিস চার্জ আদায় ৩ মাসের জন্য স্থগিত

দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপনের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বিসিক ১৯৬০ সালে অবকাঠামোগত সুবিধাদি সম্বলিত উন্নত শিল্প প্লট বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য শিল্পনগরী স্থাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৪৩৮৩টি শিল্প ইউনিট রয়েছে যেখানে ৬.৩৮ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান। করোনা ভাইরাসের জন্য সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্পইউনিটসমূহের উপরও পড়ছে। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে শিল্প পণ্য ও পণ্যের কাঁচামাল এবং সেবাসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। কভিড-১৯ প্রভাবের পূর্বে শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যও শ্রমিক, যানবাহন এবং চাহিদার অভাবে বাজারজাত করতে পারছে না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ, জনবলের বেতন ভাতাদি এবং অন্যান্য দায় দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। বিসিকের ৭৬ টি শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহকে কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে সার্ভিস চার্জ আদায় ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছিল বিসিক। করোনার প্রভাবে যেখানে দেশের বেশিরভাগ শিল্প কারখানাই বন্ধ ছিল সেখানে বিসিকের সার্বিক সহযোগিতায় ৭৬টি শিল্পনগরীর ২৩৮৪টি শিল্প ইউনিট স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে নিয়মিতভাবে তাদের পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রেখেছিল। করোনা পরিস্থিতি কমে আসায় বর্তমানে অধিকাংশ শিল্প ইউনিটগুলো উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে।

জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে ৩৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

▶▶ *১৬নং পৃষ্ঠার পর*

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত ৬৪ জেলায় সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারিখাতের শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে ৩৫০০ (তিন হাজার পাঁচশত) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিসিকের সাচিবিক দায়িত্বে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের তালিকা প্রণয়ন, প্রণিত তালিকা বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণ এবং প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সার্বিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করছে। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে শিল্পখাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সমন্বিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ১ জুন ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিতে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক এবং বিসিকের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক /ব্যবস্থাপক/ উপব্যবস্থাপককে সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ের এ কমিটিতে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের কাজে নিয়োজিত লিড ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি শিল্পখাতভিত্তিক সংগঠনের সভাপতিবৃন্দ ও জেলা প্রশাসক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সদস্য করা হয়েছে।

বিনিত ঋণের কিস্তি আদায় ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিসিক

করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবে শিল্প পণ্য ও পণ্যের কাঁচামাল এবং সেবাসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিক, যানবাহন, কাঁচামালের স্বল্পতা এবং পণ্যের চাহিদা না থাকায় বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। কভিড-১৯ প্রভাবের পূর্বে শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যও শ্রমিক, যানবাহন এবং চাহিদার অভাবে বাজারজাত করতে পারছিল না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ, জনবলের বেতন ভাতাদি এবং অন্যান্য দায় দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে ক্ষুদ্র, মাঝারি, মাইক্রো ও কুটির শিল্পের উপর। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং উদ্যোক্তাদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার স্বার্থে বিসিক নিজস্ব তহবিল (বিনিত) ঋণের কিস্তি আদায় ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছিল বিসিক। ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত করার ফলে সংশ্লিষ্ট শিল্পোদ্যোক্তাগণ পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে পারবে বলে বিসিক আশা করে।

বিসিকে নিয়মিতভাবে চলছে অনলাইন সভা

করোনা ভাইরাসের (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে বিসিকের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়মিতভাবে চলছে অনলাইনে (ভিডিও কনফারেন্স) সভা। গত ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া সাধারণ ছুটিকালীন শিল্প কারখানার উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিসিক কর্মকর্তা/কর্মচারীরা। স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতপূর্বক বিসিক শিল্পনগরীসমূহে জীবনরক্ষাকারী ঔষধ, পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইক্যুইপমেন্টস (পিপিই), মেডিকেল অক্সিজেন, স্যানিটাইজার, চাল, ডাল, আটা ময়দা, তেল, লবণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখাসহ উদ্যোক্তাদের সার্বিক বিষয়ে সহায়তার জন্য বিসিক স্থানীয় কার্যালয়, শিল্পখাতের উদ্যোক্তা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে নিয়মিত অনলাইন সভা চালু আছে।

অনলাইন সভায় বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর চালু শিল্প ইউনিটসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখা, লবণ মাঠে লবণ চাষ এবং লবণ মিলে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখা, চামড়া শিল্পনগরীর ট্যানারিসমূহে স্বাস্থ্যবিধি পালন এবং করোনার প্রভাবে শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষয়ক্ষতি লাঘবে ঋণ প্রণোদনা প্রাপ্তিসহ যাবতীয় বিষয়ে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিসিকের জেলা কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়ের সাথে প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয়ের জন্য নিয়মিত অনলাইন সভা আয়োজন করা হয়।

তৎকালীন শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম মহোদয়ের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলছেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি

বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর স্টিয়ারিং কমিটির সভা শিল্প সচিব জনাব মোঃ আবদুল হালিম এর সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ১২ মে ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান এনডিসি, বিসিকের পরিচালক প্রকৌশলী মুহাম্মদ আতাউর রহমান ছিদ্দিকী, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরেরর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য সদস্যগন। সভায় চামড়া শিল্পনগরীর চলমান কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা হয়। শিল্প সচিব মহোদয় আমদানী ও বিদেশী লোকবল নির্ভর কাজগুলো বাদে অন্যান্য কার্যক্রম দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিদেশি জনবল ও বৈদেশিক আমদানি নির্ভর কাজগুলোর গতি শ্লথ হয়ে পড়ায় এ সম্পর্কে করণীয় নিয়েও সভায় আলোচনা হয়। দেশে বিরাজমান কভিড-১৯ অবস্থার দ্রুত উন্নতি কামনা করার মধ্যে দিয়ে চামড়া শিল্পনগরীর কাজগুলো আবার গতিশীল হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিল্প সচিব মহোদয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর স্টিয়ারিং কমিটির সভা

স্বাস্থ্যবিধি মেনে ট্যানারিসমূহে উৎপাদন নিশ্চিত করতে মনিটরিং কমিটি গঠন

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক্‌নির্দেশনায় চামড়া শিল্পনগরীর ট্যানারিসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে উৎপাদন চলমান রাখতে মনিটরিং কমিটি গঠন করল বিসিক। করোনা পরিস্থিতিতে চামড়া শিল্পনগরীর চালু শিল্প ইউনিটগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা তদারকি করতে চামড়া শিল্পনগরীর প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে ট্যানারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, শ্রমিক প্রতিনিধি এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৬ সদস্যবিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়।

চালু শিল্প ইউনিটসমূহ যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শ্রমিকদের সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে কি না, তা মনিটরিং কমিটি পরিদর্শনের মাধ্যমে নিশ্চিত করছেন এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনে করণীয় সম্পর্কে ট্যানারি মালিকদের অবহিত করছেন।

বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা

করোনা পরিস্থিতিতেও থেমে নেই চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি

বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির মধ্যেও বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা চালু রাখা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে চামড়া শিল্পনগরীর কারখানাগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ সকল শিল্প কারখানায় পরিবেশবান্ধব চামড়া প্রক্রিয়াজাত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বক্ষনিক সিইটিপি চালু রেখেছে বিসিক। দেশে চামড়া শিল্পের বিকাশ ও আধুনিকায়নের জন্য ২০১৭ সালে বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) রাজধানীর অদূরে সাভারে হরিণধরায় ১৯৯ একর জমিতে চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলে। সিইটিপি এ শিল্পনগরীর সকল ট্যানারি বর্জ্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিশোধন করে ধলেশ্বরীর পানি দূষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিসিক চামড়া শিল্প নগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি)

মধু উৎপাদনে মৌচাষীদের সার্বিক সহযোগিতা করছে বিসিক

করোনাভাইরাসের সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে মৌ-চাষী ও মৌয়ালরা মধু সংগ্রহ করতে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে মৌ-চাষী ও মৌয়ালদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করছে বিসিক। বিশেষ করে সুন্দরবনে মধু সংগ্রহের মৌসুম শুরু হলে সেখানে মৌয়ালদের প্রবেশ, অবস্থান ও কাজে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হলে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সহায়তা দিচ্ছে বিসিক।

বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি সুন্দরবনে মধু আহরণে কোন সমস্যা দেখা দিলে মৌয়ালদের বিসিকের খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়গুলোতে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন। বিসিক চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে নিয়মিতভাবে মৌ-চাষীদের মৌবাক্স পরিবহণসহ সকল ক্ষেত্রে সহায়তা করে আসছে বিসিক। সারাদেশে বিসিকের ৬টি মৌমাছি পালন কেন্দ্র রয়েছে এবং বর্তমানে দেশে প্রায় ৮ হাজার মৌ-চাষি রয়েছে।

প্রতিবছর মার্চ মাস জুড়ে দিনাজপুর, নাটোর, মাগুরা, গাজীপুর, ঠাকুরগাঁও, রংপুরসহ বিভিন্ন জেলায় লিচুবাগানে মৌ-চাষ করে মধু সংগ্রহ করে থাকে চাষিরা। নব্বই দশকে সর্বপ্রথম ভারতে মধু রপ্তানি করে বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ মধুর বাজার জাপানে বাংলাদেশ মধু রপ্তানি করছে। প্রতিবছর ১৫ অক্টোবর থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থান হতে মধু সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশে ২ হাজার ৫০০ মৌ-খামার ও ১ লাখ ২০ হাজারের অধিক মৌ-বাক্স রয়েছে। এসব খামার থেকে প্রতি বছর গড়ে ১০ হাজার টন মধু উৎপাদিত হয়। ইতিমধ্যে এবছর ৮ হাজার মেট্রিক টন মধু উৎপাদিত হয়েছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে মৌচাষের দৃশ্য

করোনার মধ্যেও চালু রয়েছে বিসিকের মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট

দেশে কভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতির মধ্যেও চালু রয়েছে ধামরাই বিসিক শিল্পনগরীর মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট। করোনা প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে কর্মরত বিসিকের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা নিয়মিত উপস্থিত থেকে চাষীদের উৎপাদিত মধু প্রক্রিয়াজাত করছে। দেশের বিভিন্ন জেলার বিশেষ করে সাতক্ষীরা, যশোর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ি, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার প্রায় ৩০০ জন মৌ-চাষী নিয়মিতভাবে বিসিক মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টে তাদের উৎপাদিত মধু প্রক্রিয়াজাত করে আসছে। বিসিকের মাধ্যমেই দেশে মধু উৎপাদনের লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতিতে মৌ-চাষ কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে মৌ-পালন প্রশিক্ষণ, মৌ-চাষীদের ঋণ প্রদান এবং মধু মেলা আয়োজনসহ মৌ-চাষের সকল কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে বিসিক।

মৌ-চাষীদের উৎপাদিত মধু প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুণগতমানসম্পন্ন করতে জুন, ২০১৯ সালে বিসিক শিল্পনগরী ধামরাইতে বিসিক মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়। বিসিক মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টটি বিশ্ববিখ্যাত ডেনমার্কের সুয়েন্টি কোম্পানির তৈরি, যার কর্মক্ষমতা ৫০০ কেজি/৮ ঘন্টা। প্রক্রিয়াজাতকৃত মধুর মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্ল্যান্টের মধ্যেই একটি ল্যাবরেটরি এবং অটোসিলিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। মৌ-চাষীদের উৎপাদিত মধুর প্রাকৃতিক গুণাগুন অক্ষুন্ন রেখে জলীয় অংশ এবং ইমপিউরিটিসের পরিমাণ কমিয়ে এনে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বিসিক মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্টটি হতে ১৫ মে ২০২০ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ কেজি করে মধু প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে। এখন অফ্-সিজনে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৮০ কেজি মধু প্রক্রিয়াজাত হচ্ছে।

ধামরাই বিসিক শিল্পনগরীতে স্থাপিত বিসিক মধু প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট

করোনা মোকাবেলায় জেলা প্রশাসনের কার্যক্রমে বিসিকের সক্রিয় অংশগ্রহণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) বেসরকারি খাতে কুটির, ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি মুখ্য প্রতিষ্ঠান। একই সাথে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিটি জেলায় বিসিকের জেলাভিত্তিক কার্যালয় রয়েছে। জেলা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটির সদস্য হিসেবে বিসিক নিয়মিতভাবে জেলার সার্বিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় থেকে অংশগ্রহণ করে আসছে। দেশব্যাপী করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই বিসিক প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিসিকের জেলা কার্যালয়সমূহ তাদের নিজস্ব কার্যক্রমের বাইরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সরকারি ত্রাণ বিতরণ কমিটির ট্যাগ অফিসার, জেলা করোনা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, করোনা মোকাবেলায় সার্ভিলেন্স ও মনিটরিং টিমের সদস্য হিসেবে নিয়মিতভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে বিসিক জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ।

জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কার্যক্রমে দায়িত্ব পালনরত বিসিক কর্মকর্তাগণ

সাধারণ ছুটিকালীন রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে বিসিকের কার্যক্রম পরিচালনা

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন বিসিকের কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য বিসিকের আওতাধীন সকল অফিসসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে রোস্টার ডিউটি পরিচালনা করেছে। রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, লবণ মাঠে লবণ চাষ এবং লবণ মিলে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখা, চামড়া শিল্পনগরীর ট্যানারিসমূহের উৎপাদন অব্যাহত রাখা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ, শিল্পখাত ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের তালিকা প্রণয়ন, জেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে অংশগ্রহন এবং বিসিক প্রধান কার্যালয় হতে সময়ে সময়ে চাহিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করা হয়েছে।

বিসিকের অনুকূলে ৬০০ কোটি টাকার সিড মানি চেয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়

করোনা পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের জন্য ঘোষিত প্যাকেজে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতাবহির্ভূত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ সহায়তার জন্য বিসিক ২০০০ কোটি টাকার সিড মানি চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে। বিসিকের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় বিসিকের জন্য ৬০০ কোটি টাকার সিড মানি চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। চাহিত সিড মানি পেলে তা দিয়ে অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কর্মসূচি হিসেবে বাস্তবায়ন করবে বিসিক। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে অতিক্ষুদ্র, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোক্তাদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনরায় ব্যবসা চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বিসিকের প্রস্তাব এবং এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় এ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এসএমই খাতের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান, করোনা পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের সামগ্রিক বিষয় পর্যবেক্ষণ, করোনা পরবর্তী সময়ে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির এবং মাঝারি শিল্প খাতের শিল্পোদ্যোক্তা, শ্রমিক এবং সাপ্লাই চেইনের সাথে জড়িতদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং এ খাত সংশ্লিষ্টরা কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করা হয়। গত ২২ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত 'এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি'র ১ম সভায় জানানো হয়, বর্তমানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতে প্রায় ১৫ শতাংশ উদ্যোক্তা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছেন। অবশিষ্ট ৮৫ শতাংশ উদ্যোক্তা আনুষ্ঠানিক ঋণ কার্যক্রমে জড়িত নন এবং তারা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক হিসাব সংরক্ষণে অভ্যস্ত নন। সভায় আরো জানানো হয়, করোনা প্রাদুর্ভাবের সংকটকালে বেঁচে থাকার জন্য বাস্তবিকপক্ষে অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তাদের সাথে সম্পৃক্তদের বেশি সহযোগিতা প্রয়োজন। সভায় এ সকল অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার জন্য জরুরিভিত্তিতে সিড মানি সংগ্রহ করে বিসিকের উদ্যোগে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি পরিচালনার সিদ্ধান্ত হয়। বিসিকের প্রস্তাব এবং এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিশেষ ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিসিকের অনুকূলে ৬০০ কোটি টাকার সিড মানি হিসেবে বরাদ্দের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় গত ৩০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করে।

করোনার পরিস্থিতিতেও চালু ছিল লবণ চাষ

লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য যার প্রধান উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। বাংলাদেশের সমুদ্রের পানি ব্যবহার করে এবং সৌরতাপকে কাজে লাগিয়ে লবণ উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) লবণ উৎপন্ন হয়। নভেম্বর হতে মে মাস পর্যন্ত সময়কালে লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া, রামু, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, চকরিয়া, পেকুয়া, টেকনাফ এবং চট্টগ্রাম জেলাধীন বাঁশখালী উপজেলায় মূলত লবণ উৎপাদন হয়ে থাকে। লবণ চাষে সম্পৃক্ত বেশিরভাগ লোকজন উত্তরাধিকারসূত্রে সনাতনী পদ্ধতিতে লবণ চাষ করে আসছে। সূর্যালোকের স্থায়ীত্বের উপর লবণ উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে বিধায় আমাদের দেশে লবণ উৎপাদন সম্পূর্ণরূপে আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। লবণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হওয়ায় দেশে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে সাথে লবণ শিল্পের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি উদ্যোগে বিসিকের মাধ্যমেই ১৯৬১ সাল থেকে প্রথম পরিকল্পিতভাবে লবণ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়। বিসিক সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে লবণ উৎপাদন পরিস্থিতি সফলতার সাথে মনিটরিং, লবণের গুণগত মান উন্নয়ন এবং উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জাতীয় লবণনীতি অনুযায়ী লবণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে।

লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য হওয়ায় বিসিকের সার্বিক সহযোগিতায় করোনা ভাইরাসের (কভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতির মধ্যেও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণ উৎপাদন ও মিল পর্যায়ে সরবরাহ চলমান ছিল। করোনা প্রাদুর্ভাব পরিস্থিতির মধ্যেও কক্সবাজারে অবস্থিত বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যালয়ের আওতাধীন ১২টি লবণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এবং চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে লবণ চাষে সার্বিক সহায়তা প্রদান এবং নিয়মিতভাবে লবণ উৎপাদন ও মজুদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। লবণ চাষীদের উৎপাদিত লবণ দেশের লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলগুলোতে সরবরাহের ক্ষেত্রে যেন কোন বাধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় সরবরাহ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

লবণ মাঠে উৎপাদনরত লবণ চাষী

চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লবণ মৌসুম শুরু থেকেই গুনগতমানের দানাদার পরিপক্ক সাদা লবণ উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রচারপত্র বিলি, পোস্টারিং, ব্যানার টাঙ্গানো, সভা/সেমিনার ইত্যাদি প্রচারণার আয়োজন করা হয়। লবণ চাষীদের আধুনিক পদ্ধতিতে লবণ চাষ করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিসিকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে মাসব্যাপী লবণ মাঠ জরিপ ও লবণ চাষী সংখ্যা নিরুপন (স্যাম্পল সার্ভে) কাজ সম্পাদন করা হয়। ২০১৯-'২০ অর্থবছর পর্যন্ত কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৫৭,৭২২ একর জমিতে ২৮,৭৯১ জন চাষী লবণ চাষের মাধ্যমে ১৫.৭০ লক্ষ মে.টন লবণ উৎপাদন করেছে। চলতি লবণ মৌসুমে নতুন লবণ আসার পূর্বে লবণ মজুদ ছিল ৪.৩৩ লক্ষ মে. টন। নতুন ও পুরাতন লবণ মিলিয়ে ২০১৯-'২০ অর্থবছরে মোট লবণ মজুদের পরিমাণ দাড়ায় ২০.৩৩ লক্ষ মে. টন।

বিসিকের সার্বিক সহায়তায় অব্যাহত রয়েছে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ

আশির দশকে দেশে আয়োডিন অভাবজনিত সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলে বিসিক সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিসিকের সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ তৈরি কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োডিন ঘাটতি পূরণ (সিআইডিডি) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৯৯০ সাল হতে দেশের সকল লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলগুলোকে ৮টি লবণ জোনে ভাগ করে লবণ মিলসমূহকে শিল্প ও ভোজ্য লবণ নিবন্ধন, পটাশিয়াম আয়োডেট সরবরাহ, বিনামূল্যে আয়োডিনযুক্তকরণ মেশিন সরবরাহ, কারিগরি ও মান নিয়ন্ত্রণে সহায়তা এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার মধ্যে ২৫ এবং ২৯ নং নির্দেশনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। লবণ একটি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য হওয়ায় নিরবচ্ছিন্নভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বিসিকের মাধ্যমে সার্বিক সহায়তা করা হচ্ছে। আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বিসিকের ৮ টি লবণ জোনে অবস্থিত কার্যালয়ের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে লবণ মিলের চাহিদা অনুযায়ী পটাশিয়াম আয়োডেট (আয়োডিন) সরবরাহসহ সার্বিক বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। লবণ মিলে শ্রমিকদের যাতায়াত, কক্সবাজার হতে ক্রুড লবণ সংগ্রহ এবং লবণ মিলে উৎপাদিত আয়োডিনযুক্ত লবণ বাজারে সরবরাহের ক্ষেত্রে যেন সমস্যা না হয় সেক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সহায়তা করা হচ্ছে।

ভ্যাকুয়াম লবণ কারখানায় আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন চলছে

ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণের উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত এবং মূল্য স্থিতিশীল রাখতে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতিতে ৩১ আগস্ট ২০২০ তারিখে প্রাপ্ত তথ্য মতে ১৮৬ টি লবণ মিল নিয়মিতভাবে লবণ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। জুলাই মাসে লবণ মিলগুলো প্রায় ১,০০,১০২ মে.টন ভোজ্য ও শিল্প লবণ প্রক্রিয়াজাত করেছে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী লবণ মিলগুলো ভোজ্য লবণ উৎপাদন করে থাকে। লবণ শ্রমিক ও যানবাহনের স্বল্পতার কারনে লবণ উৎপাদন খরচ বাড়লেও লবণ মিলগুলো পূর্ব নির্ধারিত মূল্যে বাজারে সরবরাহ করছে। নিত্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় পণ্য হওয়ায় লবণের সরবরাহে যাতে কোন ঘাটতি না থাকে এবং মূল্য স্থিতিশীল থাকে সে ব্যাপারে বিসিক বদ্ধপরিকর।

আয়োডিনযুক্ত লবণের মান নিয়ন্ত্রণে বিসিকের ভার্চুয়াল মনিটরিং

আয়োডিনযুক্ত লবণের মাণ নিয়ন্ত্রণে দেশের ৮টি লবণ জোনে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এনআই) এর সহায়তায় ৮টি আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ল্যাবরেটরিগুলোতে লবণের গুনগতমান পরীক্ষার জন্য দক্ষ জনবল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যালস রয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহ পরিচালনার জন্য জনবলকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এই প্রশিক্ষিত জনবলের মাধ্যমেই আয়োডিনযুক্ত লবণের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গুণগতমানসম্পন্ন আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন নিশ্চিত করতে লবণমিলে কর্মরত জনবলকে লবণের গুনগতমান পরীক্ষার পদ্ধতি বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসের কারনে সবকিছু স্থবির হয়ে পড়লেও থেমে ছিল না সিআইডিডি প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম। সিআইডিডি প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে অনলাইন তথা ভার্চুয়াল মনিটরিং। মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রত্যেকের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এন.আই) এবং সিআইডিডি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত থেকে দেশের বিভিন্ন লবণ জোনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন বিসিক ও নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনাল (এন.আই) বাংলাদেশের জোনাল কর্মকর্তাবৃন্দ। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষনিক কিছু সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় প্রধান কার্যালয় থেকে। এভাবেই চলছে আয়োডিনযুক্ত লবণের মান নিয়ন্ত্রনে বিসিকের ভার্চুয়াল মনিটরিং কার্যক্রম।

করোনা ভাইরাসের কারণে লবণ মিলে যেতে না পারায় ঘরে বসেই মনিটরিং করা হয়েছে। প্রতিদিন লবণ মিলারদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। ভিডিও কনফারেন্সে তাদের উৎপাদন এবং ল্যাবরেটরির নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম দেখা হয়। তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কেমিক্যাল এবং রিএজেন্ট প্রস্তুত প্রণালী ভিডিও কলের মাধ্যমেই শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক লবণ মিলারদের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত পটাসিয়াম আয়োডেটও সরবরাহ করা হচ্ছে। চালু লবণ কারখানাসমূহের প্রতিদিনের তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন আকারে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রাম জোনের দুটি ভ্যাক্যুয়াম লবণ কারখানা করোনা ভাইরাসের প্রভাবের পূর্বের উৎপাদনের তুলনায় বর্তমানে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করছে, যা ভার্চুয়াল মনিটরিংয়ের মাধ্যমে জানা যায়। এ দুর্যোগকালে লবণের সরবরাহ সচল রাখার জন্য ভার্চুয়াল মনিটরিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

ভার্চুয়াল মনিটরিং এর মাধ্যমে কোনও জোনে ক্রুড লবণ ক্রয় কিংবা ভোজ্য লবণ বিক্রয়ের জন্য পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনও ধরনের প্রতিবন্ধকতা দেখা দিলে তাৎক্ষনিকভাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ফোনে অবহিতকরণের মাধ্যমেও অনেক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সোডিয়াম সালফেট যাতে কোনোভাবেই বাজারে না ঢুকতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজরদারি মনিটরিং করা হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও বিসিক এবং এনআই আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে অনলাইন বা ভার্চুয়াল মিনিটরিংয়ের কোন বিকল্প নেই।

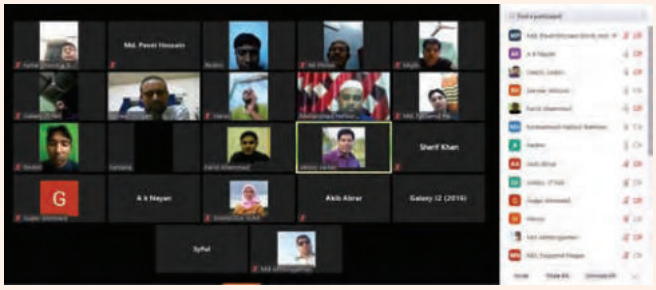

বিসিক প্রধান কার্যালয় ও লবণ জোনাল কার্যালয়ের মধ্যে ভার্চুয়াল সভা

লবণ মিলে আয়োডিন সরবরাহে নিয়মিত খোলা রাখা হচ্ছে লবণ জোনে অবস্থিত বিসিক কার্যালয়সমূহ

ভোজ্য লবণ আয়োডিনযুক্তকরণে ব্যবহৃত হয় পটাসিয়াম আয়োডেট। পটাসিয়াম আয়োডেট বাংলাদেশের খোলা বাজারে বিক্রির অনুমতি নেই। সরকারের পক্ষে বিসিক নির্ধারিত মূল্যে লবণ মিলারদের নিকট পটাসিয়াম আয়োডেট সরবরাহ করে থাকে। পটাসিয়াম আয়োডেট আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না। বিসিকের সিআইডিডি প্রকল্পের মাধ্যমে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। আমদানিকৃত পটাসিয়াম আয়োডেট লবণ মিলারদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের নিকট সরবরাহ করা হয়। দেশের ০৮টি লবণ জোনে (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাদপুর, চট্টগ্রাম, পটিয়া, কক্সবাজার, খুলনা এবং ঝালকাঠি) অবস্থিত বিসিকের সিআইডিডি প্রকল্পেরে কার্যালয়ের মাধ্যমে এ পটাসিয়াম আয়োডেট লবণ মিলারদের নিকট সরবরাহ করা হয়।

লবণ জোনে অবস্থিত বিসিক অফিস হতে লবণ মিলারদের নিকট আয়োডিন সরবরাহ

লবণ যেহেতু একটি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য তাই লবণ উৎপাদন একদিনের জন্যও বন্ধ রাখার সুযোগ নেই। আর লবণ উৎপাদন চালু মানেই পটাসিয়াম আয়োডেটের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সে বিবেচনায় পটাসিয়াম আয়োডেট সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে। লকডাউন বা সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সকল জোনাল কার্যালয়ের সিআইডিডি কর্মকাণ্ড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ নিজ নিজ কার্যালয়ে অবস্থান করছেন। যাতে পটাসিয়াম আয়োডেট সরবরাহে কোন ব্যাঘাত না হয়। ফলে লবণ মিলাররা সহজেই তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পটাসিয়াম আয়োডেট সংগ্রহ করতে পারছে। তাই এই করোনা পরিস্থিতিতে বিদ্যমান শ্রমিক ও যানবাহন সংকটের মাঝেও দেশের মানুষের চাহিদা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন এবং সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। লবণ মিলগুলোতে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে বিসিকের মাধ্যমে পটাশিয়াম আয়োডেট সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে।

শোক বার্তা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) রংপুর কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মরহুমা তামান্না রহমান (৫৫) করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া লিল্লাহি রাজিউন)। তাঁর মৃত্যুতে বিসিক পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। এক শোক বার্তায় বিসিক চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তিনি ১৯৯২ সালে বিসিক এর উইডিপি প্রকল্পে সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন এবং ২০১৪ সালে উপব্যবস্থাপক হিসেবে রাজস্ব খাতে নিয়মিত হন। মরহুমা তামান্না রহমান মৃত্যুকালে পাঁচ ভাই, এক বোন, অসংখ্য সহকর্মী ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) মহামারি আকার ধারণ করায় তাঁর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। কভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে শিল্প পণ্য ও পণ্যের কাঁচামাল এবং সেবাসামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিক, যানবাহন, কাঁচামালের স্বল্পতা এবং পণ্যের চাহিদা না থাকায় বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই উৎপাদন বন্ধ ছিল। কভিড-১৯ প্রভাবের পূর্বে শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যও শ্রমিক, যানবাহন এবং চাহিদার অভাবে বাজারজাত করতে পারছিলেন না। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ, জনবলের বেতন ভাতাদি এবং অন্যান্য দায়-দেনা পরিশোধ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি মোকাবিলায় আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সরকার। দেশের করোনা পরিস্থিতি এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবিলায় কর্মপরিকল্পনা নিয়ে গত ০৫ এপ্রিল ২০২০ গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রদেয় বক্তব্যে মোট পাঁচটি প্যাকেজে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা।

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন হলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণভবন থেকে টেলিভিশনের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত আর্থিক সহায়তা প্যাকেজসমূহ হলো :

প্যাকেজ-১ : ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেওয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশন্সের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সংশ্লিষ্ট শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেওয়া। এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯ শতাংশ। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪ দশমিক ৫০ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-২ : ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্পসুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশন্সের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল হতে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে। এ ঋণ সুবিধায় সুদের হারও হবে ৯ শতাংশ। ঋণের ৪ শতাংশ সুদ ঋণ গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-৩ : ব্যাক টু ব্যাক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের (ইডিএফ) বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফ এর বর্তমান সুদের হার LIBOR + ১.৫ শতাংশ (যা প্রকৃতপক্ষে ২.৭৩%) হতে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হবে।

প্যাকেজ-৪ : প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম (Pre-shipment Credit Refinance Scheme) নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করবে। এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৭ শতাংশ।

প্যাকেজ-৫ : ইত:পূর্বে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি আপৎকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনার সুবিধা নিশ্চিত করতে জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক ও বিসিকের সাচিবিক দায়িত্বে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রণোদনা প্যাকেজের সার্বিক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করছে। পাশাপাশি এ কমিটি সব ক্যাটাগরির শিল্প উদ্যোক্তাকে সুষমভাবে ঋণ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে এবং ঋণের ডুপ্লিকেশন পরিহারপূর্বক অপচয় হ্রাস করতে সিএমএসএমই খাতের অন্যান্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

জেলা শিল্প ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব করল বিসিক

শিল্প মন্ত্রণালয়ের দিক্‌নির্দেশনায় বিসিক শিল্প খাতের উন্নয়ন ও বিকাশে মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিসিক জেলা কার্যালয়সমূহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমে সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের অর্থনীতি সচল রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫টি প্যাকেজে মোট ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ-১ ও ২ এর আওতায় যথাক্রমে ৩০ হাজার এবং ২০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে।

উক্ত প্যাকেজের আওতাধীন ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পখাতে বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-১ ও ২ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পোদ্যোক্তাদের নিকট বিতরণ নিশ্চিতকরণসহ জেলা পর্যায়ে শিল্প ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং এর জন্য জেলা শিল্প ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং

কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিল বিসিক। বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসককে আহবায়ক, বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান সদস্য সচিব এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, সভাপতি, জেলা চেম্বার অব্ কমার্স, সভাপতি নাসিব, শিল্প খাতভিত্তিক সমিতির সভাপতিবৃন্দ, উইমেন চেম্বার/ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

বিসিকের সাচিবিক সহযোগিতায় জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন

নভেল করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে শিল্প খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সমন্বিত ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ১ জুন ২০২০ শিল্প মন্ত্রণালয়ের এক আদেশে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক এবং বিসিকের জেলা পর্যায়ে অবস্থিত শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপমহাব্যবস্থাপক/সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপককে সদস্য সচিবের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া জেলা পর্যায়ের এ কমিটিতে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণের কাজে নিয়োজিত লিড ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জেলা চেম্বার অব্ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশের (নাসিব) জেলা সভাপতি, খাতভিত্তিক শিল্প সংগঠনের জেলা সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), উইমেন চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), জেলা প্রশাসক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (একজন) এবং জেলা প্রশাসক মনোনীত মাইক্রোফিন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জেলা প্রতিনিধিকে (একজন) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে : জেলার অতিক্ষুদ্র, কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তারা যেন স্বচ্ছতার সঙ্গে সহজ উপায়ে ব্যাংক থেকে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ গ্রহণ করতে পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্ত সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

পাশাপাশি এ কমিটি অতিক্ষুদ্র, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তারা কভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে যেন স্বাভাবিক ব্যবসায় ফিরে আসতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এছাড়া কমিটি সব ক্যাটাগরির উদ্যোক্তাকে সুষমভাবে ঋণ সুবিধার আওতায় আনার স্বার্থে এবং ঋণের ডুপ্লিকেশন পরিহারপূর্বক অপচয় হ্রাস করতে এসএমই খাতের অন্যান্য ঋণ বিতরণ কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করবে। ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলাকালে প্রতি মাসে ন্যূনতম একবার সভায় মিলিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত ও ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের মাসিক অগ্রগতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবকে অবহিত করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ বিতরণ সহজিকরণে বিসিকের প্রস্তাবনা

কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের অর্থনীতি সচল রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ টি প্যাকেজে মোট ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ এর আওতায় ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মোট ২০,০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রণোদনা ঋণ বিতরণ বিষয়ে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি সার্কুলার জারি করেছে। সার্কুলার অনুযায়ী ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পখাতের পোষক হিসেবে বিসিক বিভিন্ন শিল্পখাতের উদ্যোক্তা এবং সমিতি/অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ বিতরণ কার্যক্রম সহজিকরণ বিষয়ে প্রস্তাবনা প্রণয়ন করে যা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ হয়। ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজ-২ বিতরণ কার্যক্রম সহজিকরণ বিষয়ে বিসিকের প্রস্তাবনা :

- কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬ এর সংজ্ঞা অনুসরণ করা;
- ঋণ প্রদানের জন্য একটি সহজবোধ্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের জন্য জামানতবিহীন সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জারিকৃত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার এর আলোকে খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণের সীমা নির্ধারণ করা;
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঋণ বিতরন করা;
- যে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারের বিধিবিধানের মধ্যে থেকে উদ্যোক্তাদের ঋণ দিচ্ছে তাদের মাধ্যমে ঋণ বিতরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে বিসিক, পিকেএসএফ, পল্লী দারিদ্র বিমোচন ফাউন্ডেশন, সমবায় অধিদপ্তর, এসএমই ফাউন্ডেশন, এসডিএফ এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য;
- বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত শিল্প ইউনিটসমূহ, লবণ চাষী এবং লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ মিলসমূহ, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, জামদানি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, মৌ-চাষীগণ, হালকা প্রকৌশল শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্ল্যাস্টিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, মুদ্রণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, সাব-কন্ট্রাকটিং তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং বিসিক কর্তৃক নিবন্ধিত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিসিক ও শিল্প মালিক সমিতির যৌথ সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা;
- বিসিক শিল্পনগরী বহির্ভূত দেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা/উপজেলায় স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জেলা প্রশাসন, বিসিক, নাসিব, অ্যাসোসিয়েশন/চেম্বার এর যৌথ তালিকা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করা ;
- প্রতিটি জেলার জন্য বিভিন্ন ব্যাংক (সরকারি ও বেসরকারি) এর মধ্য থেকে একটি ব্যাংককে এসএমই লিড ব্যাংক হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া। এক্ষেত্রে এসএমই ঋণ পরিকল্পনার বিষয়ে নির্ধারিত জেলার ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য লীড ব্যাংক কনসোর্টিয়াম'স লিডার হিসেবে কাজ করবে;
- প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিসিকের সাচিবিক সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই, নাসিব, এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশন এবং চেম্বারের সমন্বয়ে জাতীয়ভাবে একটি শিল্প ঋণ বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা;
- জেলা পর্যায়ে শিল্প ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসককে আহবায়ক, বিসিকের শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান সদস্য সচিব এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধি, সভাপতি জেলা চেম্বার অফ কমার্স, সভাপতি নাসিব, শিল্পখাতভিত্তিক সমিতির সভাপতিবৃন্দ, উইমেন চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধিকে সদস্য করে জেলা শিল্প ঋণ বিতরণ ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা।

প্রণোদনা প্যাকেজ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তা ও ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনে কাজ করছে বিসিক

কভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশের অর্থনীতি সচল রাখার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ টি প্যাকেজে ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন যার মধ্যে শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ -১ ও ২ এর আওতায় যথাক্রমে ৩০ হাজার ও ২০ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। উক্ত প্যাকেজের আওতাধীন ঋণ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পখাতে বিতরণের নির্দেশনা রয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। ঋণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য দেশের এই ক্রান্তিকালীন সময়ে এগিয়ে এসেছে বিসিক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্যাকেজ-২ এর আওতায় এসএমই খাতের জন্য ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের প্রাপ্তির জন্য কাজ করে চলেছে বিসিক। দেশের মাইক্রো, ক্ষুদ্র, মাঝারি খাতের উদ্যোক্তাগণ যেন তাদের শিল্প কারখানায় উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারেন এবং যারা করোনা পরিস্থিতিতে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিলেন তারা যেন তাদের উৎপাদন পুনরায় শুরু করতে পারেন সে লক্ষ্য নিয়ে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানটি। এ জন্য জেলায় জেলায় সকল অফিসে ঋণ প্রণোদনা সংক্রান্ত হেল্পডেস্ক চালু করা হয়েছে। বিসিকের জেলা অফিসগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তা ও ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বিসিকের কর্মকর্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রণোদনা প্যাকেজের সুবিধাদি বিষয়ে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে সার্বিক সহায়তা করে আসছে।

হবিগঞ্জ জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির দ্বিতীয় সভা

হবিগঞ্জ জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির দ্বিতীয় সভা ২৭ জুলাই ২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান মহোদয়ের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক মহোদয়ের অনুমোদন নিয়ে বিসিক এজিএম জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন বিগত সভার সিদ্ধান্ত ও কার্যপত্র পড়ে শোনান। সভায় বিসিকের পরিচালক (অর্থ) জনাব স্বপন কুমার ঘোষ (যুগ্মসচিব) উপস্থিত থেকে দিক্‌নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব মোস্তফা রুম্মন চৌধুরী (যুগ্মপরিচালক) উপস্থিত সকল ব্যাংকের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। সভায় হবিগঞ্জের বিভিন্ন ব্যাংক হতে ৫১ টি ঋণ আবেদন যাচাই-বাছাই করে উপস্থাপন করা হয়। লিড ব্যাংক জানান ইতোমধ্যে ৮ টি প্রতিষ্ঠানকে এসএমই প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। সভায় উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোকে দ্রুত যাচাই-বাছাই করে বিধিমোতাবেক ঋণ প্রদানের সুপারিশ করা হয়।

জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে ৩৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ হতে জেলা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটির তদারকিতে ৩৫০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

▶▶ *পৃষ্ঠা ৮ এর কলাম ২*

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ মোশ্‌তাক হাসান, এনডিসি
চেয়ারম্যান

উপদেষ্টা সম্পাদক

ড. মোহাঃ আব্দুস ছালাম
পরিচালক (দক্ষতা ও প্রযুক্তি)

স্বপন কুমার ঘোষ
পরিচালক (অর্থ)

মোঃ খলিলুর রহমান
পরিচালক (শিল্প উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ)

মোঃ আলমগীর হোসেন
পরিচালক (বিপণন, নকশা ও কারুশিল্প)

ড. গোলাম মোঃ ফারুক
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

মুহাম্মদ আতাউর রহমান ছিদ্দিকী
পরিচালক (প্রকৌশল ও প্রকল্প বাস্তবায়ন)

মোঃ মফিদুল ইসলাম
সচিব

সম্পাদনা পরিষদ

সরোয়ার হোসেন
উপমহাব্যবস্থাপক

রমজান আলী
জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা

রুপায়ন সরকার
সহকারী প্রকৌশলী

সমর বিশ্বাস
ঊর্ধ্বতন নকশাবিদ

মোঃ আব্দুল বারিক
জনসংযোগ কর্মকর্তা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

১৩৭-১৩৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ফ্যাক্স নং- ৮৮-০২-৯৫৫০৭০৪, ৮৮-০২-৯৫৫৩৪৮২

ই-মেইল : info@bscic.gov.bd ওয়েবসাইট : www.bscic.gov.bd